চিন্তা

যদি আমি আমার প্রতিপক্ষকে নিজের মত ভালবাসতে না পারি, আমি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য খেলাধূলা করতে পারি না।

আলোচনা

তুমি কি চাও যে তোমার বিরোধী যে আছে সে ভাল বা খারাপ খেলুক ?

কাজ

তোমার বিরোধীদের সাথে খেলা শেষে কথাবার্তা বল এবং তাদের জান।

১২ আম্পায়ারকে ভালবাসা– তুমি আন্তরিক হতে পারো না!

"প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক, কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব হয় না, এবং যে সকল কর্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর নিযুক্ত।"

রোমীয় ১৩:১ পদ

কর্মকর্তাদের প্রতি খ্রীষ্টানদের মনোভাব কেমন? বলা হয়েছে যে রেফারী বা আম্পায়ার বিষয়ে বাইবেলের একমাত্র সম্পর্ক হলো 'মানুষটি জন্মান্ধ'! যদিও বাইবেলে কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত নেই রেফারী সম্বন্ধে, কাজেই আমাদের সংশ্লিষ্ট বাইবেলের নীতিগুলো দেখা প্রয়োজন।

"প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্য প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব হয় না, এবং যে সকল কর্তৃপক্ষ আছেন, তাহারা ঈশ্বর নিযুক্ত।"
রোমীয় ১৩:১ পদ

এটা প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক নেতাদের বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু ম্যাচ কর্মকর্তাদের জন্যও প্রয়োগ করা যুক্তিসংগত হতে পারে, কারণ খেলাটির জন্য আমাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া যদি আমরা আমাদের মত আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসি তা হলে এটা দেখা কঠিন হবে যাতে ম্যাচ কর্মকর্তাদের বাদ দেয়া যেতে পারে। এটার মানে কি এই যে খ্রীষ্টানরা এমন ক্রীড়াবিদ হবে যে রেফারীকে কখনও প্রশ্ন করবে না?

যদিও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, ভালবাসা কি এটা বুঝা গুরুত্বপূর্ণ। আম্পায়ারকে ভালবাসা মানে এই নয় যে বলা, "বেশ ভাল খেলার আম্পায়ার", যখন সে একটি খারাপ খেলা খেলেছিল। আমাদের লক্ষ্য তাদের সাহায্য করা যেন তারা যতদূর সম্ভব ভালভাবে পারে। সম্ভবত তুমি এ রকম বলতে, "ধন্যবাদ আম্পায়ার। আমি মনে করি আপনি খেলাটি খুব ভালভাবে চালিয়েছেন কিন্তু আপনি কি আমাকে বলবেন কেন আপনি সেই পেনাল্টি দিলেন।"

"বহুবছর ধরে একজন প্রধান ভূমিকা পালনকারী এবং ফুটবল লীগ রেফারী হিসাবে আমি প্রায় বড় বড় খেলা পরিচালনা করেছি এবং অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে সকলের সম্মতি ছিল না। আমি সবসময় মূল্য দিতাম যেভাবে কিছু ম্যানেজার বাদানুবাদ করতো। উদাহরণস্বরূপ ফলাফল যাই হোক না কেন ব্রায়ান ক্লফ এবং ববি রবসন খেলা শেষে সবসময় আমার কক্ষে আসত এবং বলতো ধন্যবাদ।"
বব হামার, ফুটবল রেফারী

গেভিন পিকক পনের বছর ধরে একজন খ্রীষ্টান হিসাবে পেশাদারী ফুটবল খেলেছে। সে তার জীবনে খুব কম সংখ্যক রেফারীকে প্রতিবাদ করেছে। সে পরিস্কার ছিল কোথায় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সম্বন্ধেঃ 'আমি মনে করি এটা ঠিক আছে রেফারীকে প্রতিবাদ করা শুধু ওই বিষয়ে-কিন্তু তাকে অসম্মান না করা। ফুটবল খেলা অংশত একটি মানসিক প্রতিযোগিতা এবং নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হয় যে রেফারী প্রতিযোগিতার এই অংশটি হতে বের হওয়ার চেষ্টা করার যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন রয়েছে।'

যদি তুমি মনে কর যে কর্মকর্তারা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় বা কোচ দ্বারা ভীত তখন এমন সম্মানের সাথে বলতে হবে যা গ্রহণযোগ্য। চেষ্টা কর ভারসাম্য বজায় রাখ ভয়ের কারণ নেই। দলের একজন ক্যাপ্টেন হিসাবে একটি খেলার শুরুতে যাতে তুমি ভয় পাচ্ছ যে এতে আগ্রাসী শারীরিক যুদ্ধের উদ্ভব হতে পারে। তাহলে রেফারীকে সাহস দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে যেন প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় না পায়।

ঠিক অথবা ভুল?

যখন একটি সিদ্ধান্ত তোমার বিরুদ্ধে যায় এবং যখন তুমি মনে কর তুমি কিছু করনি; কিভাবে তুমি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর? স্বভাবতই তোমার বিচার হবে একটু পক্ষপাক্ষিত্ব এবং তুমি সেটা মনে ধরে রাখবে সেই সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে এটা তুমি মনে করবে। যদি তুমি প্রতিক্রিয়া না দেখাও তাহলে রেফারীর কাছে মনে হবে যে তুমি ফাউল করেছ এটা গ্রহণ করে নিয়েছ, পেনাল্টি হওয়া ঠিক আছে যখন তুমি আসলে মনে করছে তুমি তা করনি। এটা নিয়ে তর্ক করা লক্ষ্যহীন হয় রেফারীর কাছে যে তার মন পরিবর্তন করবে না। সম্মানের সাথে প্রতিবাদ করা হবে সবচাইতে ভাল প্রতিক্রিয়া।

অনেক খেলায় ভিন্নমত একটি বড় সমস্যা। যখন একটি খেলায় একটি ঘটনা ঘটে সেখানে একটি মুহূর্ত থাকে যখন কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করা হয়। "আমাদের বল", "সে আমার শার্ট ধরেছিল"। এই সুযোগ থাকে এক বা দুই সেকেন্ড।